সম্পূর্ণ ধম্মপদ-এর অনুবাদ

বুদ্ধবচন

দুয়েকটি কথা

'ধম্মপদ'। শিষ্যদের স্মৃতি থেকে সংগৃহীত বুদ্ধের মুখের কথার এই সংকলনকে ধম্মপদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পাঠ বলে ধরা হয়। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক-এর অন্যতম গ্রন্থ 'ধম্মপদ'। বিশ্বের নানা ভাষায় অনূদিত। এ গ্রন্থের নাম তাই, সব অনুবাদেই যেমন দেখা যায়, বহু প্রচলিত সেই ধম্মপদ-এর পরিবর্তে পাঠকের সুবিধার কথা ভেবে, দ্বিধাভরে, বুদ্ধবচন রাখা হল। বৌদ্ধসাহিত্যের সবচেয়ে খ্যাত ও পাঠকচিত্তজয়ী এই ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ আসলে বুদ্ধদেবের মানবচিত্তজ্ঞান ও গভীর বোধের এক মহাগ্রন্থ।

সারা বিশ্বেই বিখ্যাত ও অতিপ্রিয় এই গ্রন্থনাম 'ধম্মপদ' দুটি শব্দের যোগে তৈরি। ধম্ম অর্থ বুদ্ধের শিক্ষা বা পথ বা ধর্ম বা ন্যায় বা বিধান, আর পদ মানে পদ্য বা গাথা বা শ্লোক। 'ধম্মপদ' বলতে তাই বা ধর্মের পদ বা ধর্মগাথা বা পথশ্লোক বা শিক্ষার সোপানও বলা যায়।

'ধম্মপদ'কে প্রাচ্য বিদ্যানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কেউ বলেছেন 'ধর্মের সোপান', কেউ বলেন 'ধর্মের পথ', কেউ বলেন 'ধর্মের ভিত্তি', কারও কাছে 'ধর্ম বিষয়ক কাব্য'।

আধুনিক ইউরোপের কালোত্তীর্ণ কবি টি. এস. এলিয়ট যেমন ভগবদ্‌গীতাকে বলেছেন, 'দ্য গ্রেটেস্ট মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি আই হ্যাভ এভার রেড', 'ধম্মপদ'কে আমারও তেমনই বলতে ইচ্ছে হয়, মানবমনের উত্তরণের উজ্জ্বলতম এক আলোকদিশা। কিংবা জীবনপথের মহাসংগীত।

ধম্মপদ মোট ছাব্বিশ অধ্যায়ের। শ্লোকসংখ্যা ৪২৩। এইসব শ্লোক বা গাথা বুদ্ধের নিজের মুখে বলা। নানা সময়ে শিষ্যদের উদ্দেশে তাঁর উপদেশ। বুদ্ধদেবের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে। তিরোভাব খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৬ অব্দে। ৮০ বছরের জীবন। বোধি লাভের মুহূর্ত থেকে সারা জীবন তিনি শিষ্যদের যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি তাদের স্মৃতিধৃত হয়ে মৌখিক সাহিত্য হিসেবে প্রচারিত হত। নানা পণ্ডিতের কথা থেকে জানা যায় বুদ্ধদেবের তিরোধানের অল্প পরে, খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্ভবত উত্তর ভারতে প্রথম এগুলি এক জায়গায় জড়ো করা হয়। প্রবাদ আছে যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকেই ধম্মপদের দ্বিতীয় অধ্যায় 'অপ্পমাদবগ্‌গ' (আমার অনুবাদে 'জাগরণ') ভয়াবহ কলিঙ্গ যুদ্ধে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরিণামে বিষাদগ্রস্ত সম্রাট অশোকের সামনে আবৃত্তি করা হয়। ধম্মপদ প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে, সিংহলে। পালি ভাষায়। সকলেই জানেন, এই দ্বীপদেশে সম্রাট অশোক বুদ্ধের ভাবনা প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে টুথ রেলিক মন্দিরে আজও দেশ-বিদেশের মানুষ দেখেছি ভিড় করেন। এই মন্দিরে বুদ্ধের একটি দাঁত সংরক্ষিত আছে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলে ধম্মপদ প্রথম লিপিবদ্ধ করা থেকেই হয়তো ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে সেতু বন্ধন করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সারা পৃথিবীতেই এই মহামানবের জীবনের আলো, ভাবনার দ্যুতি ও কথার ছায়া কত দূর ও কীভাবে ছড়ানো তা আমার মতো এক সামান্য মানুষের পক্ষে বলা অসম্ভব।

অল্প বয়েসে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান দেখার টানে নেপালের লুম্বিনিতে গিয়ে প্রথম অবাক হই পথের দুপাশে বিশালদেহ পিপল গাছের সারি দেখে। অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিত পড়ার স্মৃতি থেকে মনে হত, এই দীর্ঘ পিপল সারি পার হয়ে তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থকের পিঠে পিতৃরাজ্য কপিলাবস্তুর সীমান্তে পৌঁছে তাকে হয়তো এখান থেকেই সস্নেহে বিদায় জানিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। ক্রমশ, আমার জীবনের একেক পর্বে আমি তাঁকে অনুভবের আশায় গিয়েছি ভারতের হিমাচল প্রদেশের কাজায়, অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙে, সিকিমের রুমটেকে, সীমান্তদেশ নেপালে, ভুটানে, ওদিকে মায়ানমারে, থাইল্যান্ডে, জাপানে, চিনে, শ্রীলংকায়। তিব্বতসীমান্ত অঞ্চল পার হয়ে মোঙ্গোলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়ার ব্লু মাউন্টেনে। বিশ্বময় ছড়ানো অসংখ্য বুদ্ধমূর্তির সবই তাঁর নির্বাণের পরের সৃষ্টি। চিন, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে মন্দিরের অভ্যন্তরে হাজার হাজার ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তিও খোদিত দেখেছি। আরও আনন্দের কথা, জাপানের কিয়োতোয় দুটি বুদ্ধগুম্ফায় দুদিন থাকার সময় সেখানকার ভিক্ষুদের অহর্নিশ ধর্মাচরণ নিরীক্ষণের সুযোগ হয়েছে।

নানা দেশের বৌদ্ধ মন্দিরগুলোয় যেখানে যখনই সুযোগ পেয়েছি বহু যুগের ওপার হতে ভেসে আসা এক মহাজীবনের আভা দেখেছি। যেখানেই গেছি, আড়াই হাজার বছর পরও মহাকাশচারী কোনও ঈশ্বর না, একদা মর্ত্যবাসী এক মহামানবের এই চিরায়ু উপস্থিতি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

ধম্মপদের গভীর জীবনভাবনা ও তার সহজ সরল প্রকাশ আমাকে আমূল নাড়া দেয়। এই ভাব ও ভাষার জন্যই ধম্মপদ সারা পৃথিবীতেই বহু মানুষের চিত্তজয়ী এক জনপ্রিয় রত্নগ্রন্থ হিসাবে পরিচিত। সম্পূর্ণ 'ধম্মপদ' পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে মহাজ্ঞানী মহামানব বুদ্ধদেব মানুষের দুঃখের মূল কারণ ও তার থেকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিশাহারা মানুষকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন।

সদ্য কৈশরোত্তীর্ণ কালে গ্রামের স্কুলের দশ ক্লাসের গণ্ডি পেরিয়ে শহরের কলেজে এসে তৃষাতুর হৃদয়ে পড়েছি:

> *আমার বোধিলাভের আগে, আমি যখন নেহাতই এক তমসাবৃত বোধিসত্ত্ব ছিলাম, আমার মনে হল: গৃহজীবন ভিড়াক্রান্ত, ধূলিমলিন; যে জীবন বাইরে প্রবাহিত তা বহুদূর প্রসারিত, উন্মুক্ত। সংসারে থেকে পালিশ করা ঝিনুকের মতো চূড়ান্ত নিখুঁত আর খাঁটি জীবনযাপন করা সহজ নয়। ধরো, আমি চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেললাম, হলুদ বসন পরে নিলাম, আর এগিয়ে চললাম গৃহজীবন থেকে গৃহহীনতায়?*

লেখা হয়েছে পালি ভাষায়, আমি পড়েছি ইংরিজি অনুবাদে, সেই অনুবাদেরও অক্ষম এই অনুবাদ। তা সত্ত্বেও এই 'আমি' কে— তা আজ আর কাউকে বলে দিতে হয় না। আড়াই হাজার বছরের যুদ্ধ মহামারী ভূমিকম্প ভাঙাগড়া ধ্বংস ধুলোবালি ছাপিয়ে অমর এই মহাজ্ঞানী মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর আমরা নিমেষে চিনতে পারি।

একুশ শতকের গোড়ায় শ্রীলংকা যখন বোমা বারুদ হিংসা হত্যায় বিশ্বের কাছে রুদ্ধদ্বার, পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে এক নিষিদ্ধ দেশ, সেই সময় শ্রীলংকার ট্যুরিজম বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দেশটির ওপর ছবি তুলতে যাই। দেশের এমাথা থেকে ওমাথা ছ'দিনের সেই ঝটিকা সফরে এ কাজের অনুপযোগী ছোট্ট একটা হাতক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলবার সুযোগ পাই। তার মধ্যেই ক্যান্ডির টুথ রেলিক মন্দির ও অনুরাধাপুরায় খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৫ অব্দে লাগানো বোধিবৃক্ষের প্রাচীনতম চারা থেকে বংশানুক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে আকাশঢাকা অশ্বত্থগাছের সামনে সারা বেলা কেটেছে।

পরে শ্রীলংকা গেছি আরও অনেকবার। আফগানিস্তানে বামিয়ান গুহায় প্রাচীন ও বৃহত্তম বুদ্ধমূর্তি দেখার আশা বিফল হবার পর শ্রীলংকায় পারেলিয়ায় তারই একটা রেপ্লিকার দিকে চেয়ে ওই মহামানবের জীবন অনুভব করার চেষ্টা করেছি। এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল মোঙ্গোলিয়ায় খারাখোরামে দ্বাদশ শতাব্দীর আর্দেন জু মনাস্ট্রিতে। বেশ কিছুক্ষণ বুদ্ধের গভীর আঁখি থেকে চোখ ফেরানো আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যোগ-জার্কাতায় মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে বরোবুদুর মন্দিরের বিরাট স্থাপত্য দেখে। বরোবুদুর, সকলেই জানেন, বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির। বুদ্ধপূর্ণিমায় দেশ-দেশান্তরের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মন্দিরের প্রথম তল থেকে পর পর ন-তলা অবধি সারিবদ্ধ ধর্মাচার আজও একই ভাবে সম্পন্ন হয়।

পৃথিবীর নানা দেশে মনাস্ট্রি বা বৌদ্ধমন্দির দেখে বহুকালই আমি ভাবি, একজন মানুষ তাঁর জীবনে কত বড় হয়ে উঠলে, মহত্ত্বের কোন সীমা ছাড়িয়ে গেলে আড়াই হাজার বছর পরও মানুষের মন এমন গভীর ভাবে ছুঁয়ে থাকেন। অনেক পরে 'ধম্মপদ' পড়ে আমার এই বিস্ময়ের ব্যাখা মিলেছে। বুদ্ধের গভীর ভাবনার এ এক মহাগ্রন্থ। তাঁর নিজের মুখের বচন পর্বে পর্বে সাজানো। আগেই যেমন বলেছি, ধম্মপদের সব গাথা বা শ্লোকই বুদ্ধের জীবদ্দশায় শিষ্যদের প্রতি তাঁর শিক্ষাদান, আলোকগর্ভ উপদেশ।

প্রাচীন ভারতে মগধের রাজধানীতে পালি ভাষাই ব্যবহৃত হত। বুদ্ধের বলা কথাগুলি পরে এই পালিভাষাতেই লেখা হয়। অনেকেরই বিশ্বাস, বুদ্ধ কথা বলতেন পালি ভাষায়ই। প্রাচীন ভারতের সেই পালি ভাষা আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। অথচ 'ধম্মপদ' যতবার পড়ি ততবারই বুদ্ধদেব আমার চিন্তায় চেতনায় কথা বলেই যান। শেষ পর্যন্ত মূল পালি থেকে সংস্কৃত ভাষান্তর ও বৌদ্ধসাহিত্য বিশেষজ্ঞদের যেখানে যে কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া গেছে, তাদের সাহায্যে বুদ্ধের বচন আমার ধরাছোঁয়ার সীমায় আনার চেষ্টা করি। সেইসঙ্গে ভিক্ষু শীলভদ্র ও চারুচন্দ্র বসুর

সংস্কৃত ঘেঁষা ও অনেকাংশ পরস্পরের বিসদৃশ, আমাদের পক্ষে কিছুটা কঠিন ও ভারী ভাষায় বঙ্গানুবাদ পাঠেও উপকৃত হয়েছি। এও বলা দরকার যে, যথাসম্ভব আমাদের একালের বাংলাভাষায় আমার এই অনুবাদ বৌদ্ধসাহিত্যের প্রাজ্ঞ পাঠক বা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য নয়, এ শুধু আমার মতো সাধারণ পাঠকের জন্য। তবে 'ধম্মপদ'-এ মূল পালি ভাষার কোন শব্দে কী বোঝানো হয়েছে তার ধারণা পেতে পালি ভাষায় শব্দটি ও পালি থেকে বিভিন্ন অনুবাদকের ভাষায় তার রূপান্তর দেখে সম্পূর্ণ শ্লোকটি বোঝার চেষ্টা করেছি।

একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করি:

যমক বগ্‌গো (১ম)

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া,
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং । ১।

সংস্কৃত ভাষায়:

ধর্ম্মাঃ মনঃপূর্ব্বাঙ্গমাঃ মনঃশ্রেষ্ঠাঃ মনোময়াঃ।
মনসা চেৎ পদুষ্টেন ভাষতে বা করোতি বা,
ততঃ চক্রম্ বহতঃ পদমিব এনং দুঃখমন্বেতি।

পালি ভাষার এই পাঠ ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদে:

বস্তুসমূহের গুণ মন হইতে লব্ধ। ঐ সকল গুণ মনের উপর নির্ভরশীল, তাহারা মন গঠিত। প্রদুষ্টচিত্তে কেহ কিছু কহিলে বা করিলে, শকট-চক্র যেরূপ বহনকারী বলিবর্দ্দের পদানুসরণ করে, সেইরূপ দুঃখ তাহার অনুসরণ করে।

শ্রী চারুচন্দ্র বসুর অনুবাদে:

মন বেদনাদি ধর্ম সমূহের পূর্ব্বগামী, মনই ধর্ম্ম সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (প্রধান), এবং ধর্ম্ম মনোময় (অর্থাৎ ধর্ম্ম মন হইতেই উৎপন্ন হয়। জীবের চৈতনিক ভাবসমূহ মন হইতেই উৎপন্ন হয় ও মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়)। যদি কেহ দূষিতান্তঃকরণে কথা কহে, বা কার্য্য করে, তবে চক্র যেমন ভারবাহী বলীবর্দ্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে— দুঃখও তাহাকে সেইরূপ অনুসরণ করে।

রবীন্দ্রনাথের পদ্যানুবাদে:

মন আগে ধর্ম পিছে, ধর্মের জনম হল মনে—
দুষ্ট মনে যে মানুষ কাজ করে কিম্বা কথা ভণে
দুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে

এটিই ভালেরি জে. রোবাক-এর অনুবাদে এইরকম:

Fore-run by mind are mental states,
  Ruled by mind, made of mind.
If you speak or act
  With corrupt mind,
Suffering follows you,
  As the wheel the foot of the ox.

গ্লেন ওয়ালিস-এর অনুবাদ:

Preceded by mind
are phenomena,
led by mind,
formed by mind.
If with mind polluted
one speaks or acts,
then pain follows,
as a wheel follows
the draft ox's foot.

টমাস বায়রম-এর অনুবাদে:

We are what we think.
All that we are arised with over thoughts,
With our thoughts we make the World.
Speak or act with an impure mind
And trouble will follow you
As the wheel follows the ox that draws the cart.

অনুবাদকের নামোল্লেখহীন টাইমলেস ক্লাসিক্স সিরিজের অনুবাদে:

> We are a product of our thoughts. Our being is based on our thoughts. It is made up of our thoughts. Pain follows those who speak or act with evil thought. As naturally as the wheel follows the ox that draws the carriage.

এভাবেই যখন যেখানে যত অনুবাদ পেয়েছি, সব মিলিয়ে দেখার পর আমি আমার ভাষায় সাধ্যমতো বুদ্ধবচন অনুবাদ করেছি। তবে উপযুক্ত সময়ে উত্তম রূপে পালি ভাষা না শেখার জন্য পদে পদে দুঃখ পেয়েছি। বিশেষ করে ইংরেজিতে পালি ভাষার মহাশিক্ষক এবং দ্য সিঙ্গাপুর বুদ্ধিস্ট মেডিটেশন সেন্টারের প্রধান সন্ন্যাসী ও প্রশাসক ভেন ওয়েরাগোদা সারদা মহা থেরোর এই কথা জানার পর যে, পালি শিক্ষা বুদ্ধচিন্তার গভীরতর স্তর বোঝবার একটি পন্থা।

ধম্মপদের শ্লোক বা গাথাগুলি কখনও চার পংক্তির, কখনও ছয় পংক্তির। ভাষান্তরের প্রয়োজনে মূলের এই পংক্তি সংখ্যা সব সময় মানা সম্ভব হয়নি।

কেউ কেউ বলেন, ধম্মপদ যদি পালিতে না লিখে, সংস্কৃত ভাষায় লেখা হত তাহলে ভাগবদ্‌গীতার মতোই ধম্মপদ সমান খ্যাত হত।

গীতা বা ধম্মপদই শুধু নয়, বাইবেল, কোরান ইত্যাদি সব ধর্মগ্রন্থই সাহিত্য বা কবিতা হিসেবে পড়তেই আমার ভালো লাগে। ভাবের গভীরতা ও ভাষার সাহিত্যগুণ আমাকে বইগুলির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। ধর্মাচরণ বা তার অনুশীলনের জন্য ধর্মগ্রন্থ পড়ার কথা ভাবিনি কখনও।

ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় ধম্মপদ-এর আমি যতগুলি অনুবাদ পড়েছি, সবগুলিই পালি ভাষা থেকে অনূদিত। তার মধ্যে তিনটি অনুবাদের সঙ্গে আগাগোড়া পালি ভাষার পাঠও দেওয়া ছিল। একটিতে আবার পালি ভাষার বাক্যগুলির অন্বয় করা ছিল। এভাবে ক্রমশ আমার বেশ কিছু পালি শব্দ শেখাও হল। পালি শব্দ বুঝতে 'TEACH YOURSELF PALI IN ENGLISH' থেকেও কিছুটা সাহায্য পেয়েছি। উদ্দেশ্য, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন অনুবাদে বুদ্ধদেবের ধম্মপদ-এর কোন শব্দের কে কী অর্থ করেছেন তারও একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা করা।

অনুবাদ প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বলা দরকার। ধম্মপদ-এর কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্মানুশীলনে যেসব জটিল মার্গ বা অঙ্গের উল্লেখ আছে সেগুলি অবৌদ্ধ সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয় বলে আমি শুধু বুদ্ধের মুখের ভাষায় বলা সরল সৌন্দর্যময় গভীর কথাগুলি পাঠককে শোনাতে চেয়েছি। ধর্মীয় টীকা বা ভাষ্য নয়।

যেমন বুদ্ধবগ্‌গো বা বুদ্ধবর্গ বা বুদ্ধ অধ্যায়ে ১৭৮ সংখ্যক গাথা:

পথব্যা একরজ্জেন সগ্‌গসস্‌স গমনেন বা।
সব্বলোকাধিপচ্চেন সোতাপত্তিফলং বরং।

এখানে 'সোতাপত্তিফলং' অর্থাৎ সোতাপত্তি ফল বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরকম:

> নির্বাণের প্রথম সোপানরূপ আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গে প্রবেশ। তার চার অঙ্গ: বুদ্ধের শরণ গ্রহণ, ধর্মের শরণ গ্রহণ, সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ এবং শীল সমূহের গ্রহণ।

তবে কোথাও কোথাও সাধারণ পাঠকের পক্ষেও বোঝা সহজ বলে কোনও কোনও শব্দের শাস্ত্রীয় টীকা-ভাষ্য বা প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি।

ধম্মপদ-এর পাঠকের চোখে না পড়ে পারবে না যে বুদ্ধদেব একজন মহৎ হৃদয় কবিও। ধম্মপদের শ্লোক বা গাথাগুলি চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষমাত্রকে যেমন গভীর ভাবে স্পর্শ করে, পরস্পর বিসদৃশ দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও তেমনই আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর মুখের ভাষায় চারপাশের সমাজ-পরিবেশ ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে কুড়িয়ে আনা সহজ সরল অসংখ্য উপমাই তার প্রমাণ। ধম্মপদ-এর নানা গাথায় ছড়িয়ে থাকা এইসব উপমাগুলি পড়ে মুগ্ধ হতে হয়।

অল্প পরিসরে তার কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করছি:

দুঃখ তোমার পিছে পিছে যায়
গোরুর গাড়ির চাকা যেমন বলদের পিছে।

সুখ তোমার সঙ্গে থাকে,
তোমার নিজের ছায়া যেমন।

'মার' তোমাকে উপড়ে ফেলবে,
ঝড় যেমন পলকা গাছ উপড়ে ফেলে।

শাস্ত্রবাক্য বার বার বলেও কেউ যদি তা জীবনে অনুশীলন না করে, *তা আসলে অন্য মালিকের গোরু গোনার মতো*

পঞ্চকামগুণমুক্ত চিত্ত
মারের নাগাল ছেড়ে যাবার জন্য
জল থেকে মাটিতে তোলা
মাছের মতো ছটফট করে।

পার্থিব সুখসন্ধানী মনে কেউ পুষ্প চয়নে মগ্ন হলে
মৃত্যু তাকে টেনে নেয়,
প্রবল বন্যা যেমন ঘুমন্ত গ্রামকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ভারি পাথর যেমন বায়ুতে কাঁপে না,
তেমনই পণ্ডিতগণ নিন্দা বা প্রশংসায় বিচলিত হন না।

নির্দোষ, শুদ্ধ, নিরীহ ব্যক্তির যে ক্ষতি করে, *সেই ক্ষতি বাতাসে ছুঁড়ে দেওয়া মিহি ধুলোর মতো তার কাছেই ফিরে আসে।*

যদি *ভাঙা ঘন্টার মতো নিজেকে নীরব ঝঙ্কারহীন* রাখতে পারো, তোমার অহংকার ঝরে যাবে, তুমি তখন নির্বাণ লাভ করেছ।

রাখাল যেমন হাতের পাচন দেখিয়ে গোরুর পালকে চারণভূমির দিকে নিয়ে যায়, জরা এবং মৃত্যু তেমনই জীবকে জীবনাবসানের দিকে চালনা করে।

চাবুকের স্পর্শ মাত্র সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন উদ্যোগী ও বেগবান হয়, তেমনই ক্ষিপ্র ও তেজস্বী হও।

এই হীন বিষাক্ত তৃষ্ণা যাকে আছন্ন করে, *বর্ষায় বৃদ্ধি পাওয়া বীরণ ঘাসের মতো* জগতে তার দুঃখশোক দিনে দিনে বাড়তেই থাকে।

ঘাস যেমন শস্যখেত নষ্ট করে, বাসনাও তেমনই মানুষকে নষ্ট করে।

বর্তমান গ্রন্থে ২৬ অধ্যায়ের ৪২৩টি শ্লোক অনুবাদের চেষ্টা করেছি। কোনও কোনও ধম্মপদে অধ্যায় ও গাথা বা শ্লোক সংখ্যার হেরফের পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন। যেমন তিব্বতের একটি মনাস্ট্রিতে রাখা ধম্মপদ। তাতে ২২ অধ্যায় ও ৪১৪টি গাথা বা শ্লোক আছে। এই ধম্মপদ নিয়ে যত সম্পাদক এ পর্যন্ত কাজ করেছেন তার সবই পাটনায় রাখা তখনকার তোলা সেই ধম্মপদের ফোটো দেখে। সেই ফোটোগুলি বিহারের পাটনায় রাখা আছে বলে এই ধম্মপদকে 'পাটনা ধম্মপদ' বলা হয়। ৩৩ অধ্যায় ৬০০র বেশি শ্লোক সমন্বিত ব্রাহ্মীলিপির ধম্মপদও পাওয়া গেছে।

চারুচন্দ্র বসু তাঁর 'ধম্মপদ' অনুবাদের ভূমিকায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় পালি ভাষায় ধম্মপদের টীকা রচয়িতা বুদ্ধঘোষের লেখা উদ্ধৃত করে বলেছেন,

''গাথাসতানি চত্তারি তেবীসা চ পুনাপরে।
ধম্মপদে নিপাতস্হী দেসিতাদিচ্চবন্ধুনা॥

ধম্মপদের সমস্ত অধ্যায়ে সর্বাশুদ্ধ ৪২৩টি গাথা (শ্লোক) বুদ্ধদেব প্রচার করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বচনে আমরা দেখিতে পাইলাম পালি ধম্মপদে সর্বশুদ্ধ ২৬ অধ্যায় ও ৪২৩ শ্লোক বিদ্যমান ছিল। ইহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই যে, সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে যে সকল ধম্মপদ বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে পালি ভাষায় ধম্মপদই সর্ব প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থ।''

পণ্ডিত অনুবাদক ভিক্ষু শীলভদ্রের অনুবাদের ভূমিকা থেকে জানা যায়, ''ধম্মপদ ইউরোপের লাটিন ফরাসী, ইংরাজী, জর্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া অশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। অধ্যাপক আলবার্ট জে. এড্‌মনড্‌স্‌ তাঁহার কৃত ধম্মপদের ইংরাজী পদ্যানুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন— 'দুই সহস্র বৎসরের রোমীয় ও খৃষ্টীয় সংস্কৃতির পর আজ তাহার (ধম্মপদের) গাথাগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্র হইতে প্রশংসার স্তুতি লাভ করিয়াছে।'''

শীলভদ্রের এই কথাটিও বড় মধুর। আমার নিজের ধম্মপদ পাঠের অনুভূতির সঙ্গে হুবহু মিলে যায় বলে এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না— 'ধম্মপদের বিশ্বজনীন উপদেশের সহিত কোন ধর্ম্মেরই সংঘর্ষণ হওয়া অসম্ভব। উহা জগতের কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে। এই কারণে উহা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেরই পাঠ্য।'

কলকাতা
৭ অগস্ট ২০২২